সংবাদ

তারিখ 22 DEC 2017
পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

সবাই যা দেখে

প্রথম শ্রেণীর প্রশ্নপত্র ফাঁস 'আস্তে কন ঘোড়ায় শুনলে হাসব'

আবদুল মান্নান খান

প্রথমেই একটু বলে রাখি এর প্রতিকার কী হতে পারে। ১. প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে লিখিত পরীক্ষা তুলে দিন। ২. যদি সেটা না পারেন চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র করার দায়িত্ব স্ব স্ব স্কুলের শিক্ষকদের হাতে ছেড়ে দিন। ৩. প্রাইমারি (পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত) থেকে পাবলিক পরীক্ষা তুলে দিন। এতে বহু খাদ আপনাআপনি সমান হয়ে যাবে। ৪. পঞ্চম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র থানা/উপজেলাভিত্তিক একটা কমিটির দ্বারা করানো যেতে পারে এবং সেই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান করা যেতে পারে। এ নিয়ে আর কিছু কথা পরে বলি।

আট বিষয়ে বার্ষিক পরীক্ষা দিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হচ্ছে আমাদের প্রথম শ্রেণীর ক্যান্ডিডেটরা, এবার এই শিরোনামে কিছু লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রশ্নপত্র ফাঁসের কথায় সংগত কারণেই শিরোনাম পাল্টে গেল। কেন এই দুর্দশা! দেখা যাক এ নিয়ে কিছু বলা যায় কিনা। তবে বিষয়টা নিয়ে যে ব্যাপক চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এ কথা এখন আর কেউ অস্বীকার করতে পারবেন বলে মনে হয় না।

প্রথম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষার পরীক্ষার্থীদের বলেছি ক্যান্ডিডেট। কারণ ক্যান্ডিডেট ছাড়া ওদের আর কী বলা যেতে পারে বলুন– প্রথম শ্রেণীর শিশু? দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠতে আট বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে পারে যারা তাদের আর সে অর্থে শিশু বলি কী করে। শুধু আট বিষয়ইবা বলি কেন ১০-১২টা পরীক্ষাও দিতে হয় অনেক স্কুলে। সেখানে ১২টার মধ্যে গণিত থাকে বোর্ডের বইটা বাদে সহায়ক বই দুইটা, ইংরেজি থাকে বোর্ডের বইটা বাদে আরও তিনটা। এখানে হলো ৭টা। এর সঙ্গে আরও আছে বাংলা ধর্ম সমাজ বিজ্ঞান অঙ্কন। এটা বেসরকারির ভার্সান হোক আর যায় হোক অবস্থা একরকইই। সরকারি স্কুলে প্রথম শ্রেণীর পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে আট বিষয়ে যথা বাংলা ইংরেজি গণিত পরিবেশ পরিচিতি, ধর্ম, চারুকলা/কারুকলা ও সঙ্গীত। বয়স আজকাল আর কোন বিষয় নয়। ছয় বছরে প্রথম শ্রেণীতে পড়ার কথা থাকলেও কেউ আর এখন সে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারছে না। সরকারও অবস্থা বুঝে প্রাইমারি স্কুলে প্রি-প্রাইমারি খুলে বসেছে যেটা আমার মনে হয় না হলেও চলতো। সে ক্ষেত্রে ৩-৫ বছর বয়সের শিশুদের জন্য শিক্ষাটা বেসরকারি পর্যায়ে ছেড়ে দেয়া যেত। শুধু ঠিক করে দিতে হতো সেখানে শিশুরা কী কী শিখবে বা শেখাতে হবে। অভিভাবকরা সেখানে প্রয়োজন মনে করলে পয়সাকড়ি খরচ করে পড়াবেন না মনে করলে নাই। তিন বছর দুই বছর এক বছর এমন কি সেখানে না পড়েও ছয় বছর বয়স হলে একটা শিশু সরকারি স্কুলে গিয়ে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে এমন ব্যবস্থা করা যেত। ওই তিন বছরের কারিকুলাম হলো কেবল নাচ-গান ছবি আঁকা আর গল্প বলা। এই কথাটা আমি আগেও কয়েক বার বিস্তারিত বলেছি ভিন দেশে দেখে আসা অভিজ্ঞতা থেকে।

সে যাহোক, এখন যেটা হচ্ছে তিন বছর হতেই সন্তানের ভর্তি নিয়ে ভাবনা শুরু হয়ে যায় অভিভাবক মহলে। চার বছর বয়স হতে না হতে ভর্তি করে দেয়া হয় স্কুলে। ভর্তি করেই যে আয়োজন তোড়জোড় শুরু হয়ে যায় তা দেখে-শুনে অনেক শিশু শুধু চেয়ে থাকে। তার জন্য নানা জিনিস কেনা হচ্ছে দরজির দোকানে কয়েক সেট ইউনিফর্ম বানানোর অর্ডার দেয়া হচ্ছে দেখে সে আনন্দও পায়। সে বোঝে না– এ বোঝা তার ঘাড়ে কীভাবে চাপতে যাচ্ছে। বোঝে না কীভাবে তার শৈশবের আনন্দের দিনগুলো কেড়ে নেয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। ভর্তি করেই এক ব্যাগ বইখাতাপত্র তুলে দেয়া হচ্ছে তার ঘাড়ে। সেটা কী রকম তা ঢাকা মহানগরীর একটা এলাকার পরিচিত একটা প্রাইভেট স্কুলের পে-লে গ্রুপে লটারিতে সুযোগ পাওয়া একটি শিশুকে ভর্তি করার পর তার অভিভাবকের হাতে কী কী বই কী কী জিনিস কিনতে হবে তার কেমন একটা ফর্দ ধরিয়ে দেয়া হয় দেখুন।

১. বাংলা হাতের লেখা– বইয়ের নাম (লেখক/প্রকাশকের নাম উল্লেখসহ) ২. ইংরেজি হাতের লেখা, বইয়ের নাম (লেখক প্রকাশকের নাম উল্লেখসহ) ৩. মেথামেটিক্সের তিনটা বই, তিনজন লেখক/প্রকাশকের নাম উল্লেখসহ ৪. ড্রয়িং– বইয়ের নাম, লেখক প্রকাশকের নাম উল্লেখসহ ৫. রাইমস–প্রকাশকের নামসহ ৬. ছড়ার বই –লেখক প্রকাশকের নাম উল্লেখসহ।

এবার দেখুন ওই তালিকার স্টেশনারি–১. ড্রয়িং বুক–১টা ২.এক্সারসাইজ বুক-৬টা ৩. শার্পনার ইরেজার ১২ রকমের রঙিন পেন্সিল, গিল্টার পেনস বলপেন ইত্যাদি ১২ রকমের আইটেম। কী বুঝলেন? শিশুটি কিন্তু এখনও স্কুলে যায়নি –চার বছর চলছে তার বয়স।

প্রথম শ্রেণীতে কী কী বিষয়ে পড়ান হয় কেমন প্রশ্ন করা হয় কেমন তার নমুনা তার বিস্তারিত কথায় আর যাচ্ছি না। দ্বিতীয় শ্রেণীর কথা বাদই দিলাম। তৃতীয় শ্রেণীর কারিকুলামের বহর দেখলে বুক শুকিয়ে আসে। আর পঞ্চম শ্রেণীর পাবলিক পরীক্ষার কথা– ভয়ে ওদিক যেতে সাহস হচ্ছে না। আর সেটা দরকারও মনে করছি না কারণ দেশের জাতীয় দৈনিকগুলোতে প্রায় প্রতিদিনই থাকে পিএসসির বিষয়ভিত্তিক লেখাপড়া তথা পরীক্ষার সাজেশন। এসব দেখেশুনে বারবার শুধু প্রশ্ন জাগে মনে কীভাবে এত পড়ালেখা করছে আমাদের শিশুরা। ইদানীং আবার বিষয়টির কিছু না জেনেও মনে হচ্ছে, পারবেই তো, পারবে না কেন। এসব তো তা হলে কোন ব্যাপারই না ওদের কাছে। ওরা একেকজন নাকি '১০০ কোটি বিলিয়ন নিওরন ধারণ করে আছে মস্তিষ্কে'। বাপরে বাপ তাহলে তো ওরা সব আবার আইনস্টাইন না হোক একেকজন মহাকাশ বিজ্ঞানী তো হতেই পারে। হবেও। হবে না কেন। কিন্তু ১০ জন পারবে বলে ১০ কোটি যে হাবুডুবু খাচ্ছে। 'যে পারে সে আপনি পারে' আইনস্টাইন বানানো যায় না। বঙ্গবন্ধু বারবার আসে না। কাজেই আমার মনে হয় আমাদের শুধু দেখতে হবে, যে এগিয়ে যেতে চায় সে যেন বাধাগ্রস্ত না হয়।

এখন আসা যাক প্রাইমারি স্কুলের একেবারে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ুয়াদের কেন নোট-গাইড আর কোচিং-এর শিকার হতে হচ্ছে কেন এই দুগ্ধপোষ্য শিশুদের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে সে কথায়। হচ্ছে এই কারণে যে, শিশুদের সামনে লেখাপড়াকে কঠিনভাবে নিয়ে হাজির করা হয়েছে। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়ার কথা বলছি। একটা গোষ্ঠী জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কতৃক প্রণীত বই অর্থাৎ কারিকুলামের লেখাপড়াকে বাণিজ্যিক স্বার্থে ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করছে। এমন কি কারিকুলাম প্রণেতাদেরও প্রভাবিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কর্তৃপক্ষ তাতে সায় দিয়ে যাচ্ছেন। আর শিক্ষক মহোদয়রা বেশিরভাগ পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে আর্থিক সুবিধা ভোগ করছেন। কর্তৃপক্ষের সায় না থাকলে কী করে সহায়ক বা অনুশীলন বইয়ের নামে অতিরিক্ত বই চেপে বসতে পারে একেবারে প্রথম শ্রেণীর শিশুদের থেকে শুরু করে সব শিশুদের ওপর। এখানে সরকারি-বেসরকারি বলে কোন কথা বলা হচ্ছে না, গ্রাম-শহর বলেও কোন কথা নেই। কথা পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করা কোমলমতি শিশুদের নিয়ে। যে শ্রেণীতে (প্রথম শ্রেণীতে) শিশুরা শুধু বাংলা ইংরেজির অক্ষরগুলো চিনতে পারলে লিখতে পারলে এবং গণিত বইয়ের এক দুই করে ৫০ পর্যন্ত পড়তে পারলে (লিখতে পারলে তো কথায় নেই) সঙ্গে কিছু ছড়া কবিতা মুখস্ত শিখতে পারলে যথেষ্ট হতে পারে সেখানে বাংলা ইংরেজিতে তাদের শ্রুতি লিখনসহ পাতা পাতা লিখতে হয়। অংকে হাতে থাকে এমন যোগ বিয়োগ করান হয় নামতা মুখস্ত করতে হয়। এর সঙ্গে পরিবেশ পরিচিতিসহ ধর্ম তো আছেই। বোর্ড (এনসিটিবি) প্রথম শ্রেণীর জন্য বাংলা ও গণিত বই যেভাবে সাজিয়ে দিয়েছে তা আমি কোন বিশেষজ্ঞ না হয়েও মনে করি আরও অনেক কমান দরকার। প্রথম শ্রেণীর শিশুদের এত ইংরেজি পড়াতে হবে কেন। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী কি শুধু মাতৃভাষায় পড়ানো যায় না? পরীক্ষা বাদ দেয়া যায় না? এতে কি আমরা মুখ থুবড়ে পড়ে যাব? মনে তো হয় না। খারাপ হলে এর চেয়ে আর কী খারাপ হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রশ্নপত্র ফাঁস হয় এর চেয়ে খারাপ খবর আর কিছু কি হতে পারে? এ কথা শোনার চেয়ে কালো কাপড়ে চোখ বেঁধে সচিবালয়ের ছাদ থেকে পড়ে যাওয়া ভালো– ওটা অনেক উঁচু।

এসব নিয়ে একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক (প্রাইমারি স্কুলের) আমাকে বলেছেন, শিশুরা যতটুকু শেখার ততটুকুই শিখছে যার যার পরিবেশ থেকে মাঝখান দিয়ে ওদের মনটাকে এসব 'আড়ম্বাজি' করে কলুষিত করে দেয়া হচ্ছে।

শেষ করব যে কথাটা বলে তা হলো– এমন কারিকুলাম তৈরি করুন, এমন পাঠদান পদ্ধতি বার করুন, এমন পরীক্ষা পদ্ধতি বের করুন যাতে প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রয়োজন না পড়ে। এর জন্য প্রয়োজন নিরলস গবেষণার।